দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...31 MAY 2005
পৃষ্ঠা - ১ - কলাম - ১

ঢাবি ক্যাম্পাসে কোন সড়ক দুর্ঘটনারই প্রতিকার হয়নি

॥ আবুল খায়ের ও মিজানুর রহমান ॥

সড়ক দুর্ঘটনায় ঢাকা ভার্সিটির ছাত্রী শাম্মী আকতার হ্যাপির মর্মান্তিক মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদনা বিধুর শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজ করছে। পঞ্চগড়ের ইসলামবাগ গ্রামে ঘরে ঘরে তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া মাতম। স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক ছাত্র-ছাত্রী নিহত ও আহত হয়েছে। প্রতিকার না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকায় দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। দুর্ঘটনার পর কিছুদিন কর্তৃপক্ষের ব্যাপক তৎপরতা চললেও পরে আর কোন খোঁজ-খবর থাকে না। এমনকি জড়িত চালকরা (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবি ক্যাম্পাসে

(প্রথম পৃঃ পর)

থেকে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। স্বাধীনতার প[র] পর্যন্ত কতজন শিক্ষার্থী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত আহত হয়েছেন তার সঠিক তথ্য বিশ্ববিদ্যা কর্তৃপক্ষের নিকট নেই। গত ১০ বছরে স দুর্ঘটনায় অন্ততঃ ১০ জন শিক্ষার্থী নিহত ও অর্ধ আহত হওয়ার তথ্য সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে জানা হয়। মজার ব্যাপার সড়ক দুর্ঘটনার বিচার হ কিনা এবং মামলা কি অবস্থায় রয়েছে এ স কর্তৃপক্ষ কিছুই জানে না। দুর্ঘটনার পর নি সহপাঠীর জন্য কিছুদিন ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যা মিছিল, ভাংচুর ও হৈ-চৈ করে। হ্যাপির দু ঘটনারও একই অবস্থা হবে বলে কয়েকজন শি মন্তব্য করেছেন। সহপাঠিনী হ্যাপিকে হারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে হতা বিরাজমান। বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকলে বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসে অনুপস্থিত। কয়েক ছাত্রী ইত্তেফাককে জানায়, হ্যাপির মৃত্যুর কাটতে তাদের সময় লাগবে। এ কথা বলে ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানা যায়, ১৯৯৮ সাল থেকে গত শনিবার পর্যন্ত ৮ বছরে শাহবাগ, কাঁটাবন, নীলক্ষেত, পলাশী মোড় ও চানখাঁর পুল মোড়ে এবং ক্যাম্পাসের ভিতরে সড়ক দুর্ঘটনায় জন শিক্ষার্থী নিহত ও ৪০ জন গুরুতর আহত হয়েছে। ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে কাঁটাবন ক্রসিং-এ বাস চাপায় এফ রহমান হলের আবাসিক ছাত্র আবদুল মালেক ও তার পরিবারের ৪ সদস্য নিহত এবং ১৯৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমাণু কমিশনের সামনে বাসচাপায় এমবিএ'র ছাত্র সাইফুল ইসলাম রিয়াদ নিহত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিকার চেয়ে তুমুল আন্দোলন করে। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস ও আশপাশ এলাকার সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপ বেশীরভাগই বাস্তবায়িত হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণতঃ শাহবাগ মোড়, কাঁটাবন, পলাশী মোড়, নীলক্ষেত মোড় ও চানখারপুল মোড় দিয়ে বেশী যাতায়াত করে। এই স্পটগুলো কর্তৃপক্ষ স্পর্শকাতর হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ঐ স্থানে ফুট ওভারব্রীজ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একজন শিক্ষক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর ভিসি অধ্যাপক ডঃ এস এম এ ফায়েজের সভাপতিত্বে এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে জেব্রাক্রসিং, ডিভাইডার ও ২টি ফুট ওভারব্রীজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। টিএসসি'র মোড়ে ও টিচার্স লাউঞ্জের সামনে ফুটওভারব্রীজ করার সিদ্ধান্ত হয়। ডিসি (ট্রাফিক-দক্ষিণ) আনছারউদ্দিন পাঠান জানান, বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত পুলিশের পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। সিংহভাগ কাজই সিটি কর্পোরেশনের। কিন্তু কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক ডঃ আকা ফিরোজ আহমদ জানান, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং নীলক্ষেত, পলাশী, চানখারপুল, কাঁটাবন মোড় ও শাহবাগ মোড়ে যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। এই সকল স্থানে ফুটওভারব্রীজ প্রতিষ্ঠাসহ সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা জরুরী ভিত্তিতে নেয়া উচিত বলে প্রক্টর অভিমত ব্যক্ত করেন। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু ও ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে একই অভিমত দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য ডঃ সাদেকা আলী বলেন, হ্যাপির মৃত্যুর ঘটনা মর্মান্তিক। বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশে দুর্ঘটনা হলেই কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষ ঐসব ভুলে যান। সড়ক দুর্ঘটনাসহ সকল ঘটনা-দুর্ঘটনায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্তৃপক্ষ একত্রিত হয়ে প্রতিকারের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা আরিচা মহাসড়কে সাভার জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ১৯৯৯ সালে সড়ক ও জনপদ বিভাগ থেকে একটি ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ করা হয়। এই স্থানে সড়ক পারাপার হওয়ার সময় বাস চাপায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নিহত হয়েছিল।